



49025 - আল্লাহর রুবুবিয়াতের তাৎপর্য এবং এ বিষয়ে মতবিরোধকারীগণ

প্রশ্ন

রুবুবিয়াহ বা রব হিসেবে আল্লাহর এককত্ব বলতে কী বুঝায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাওহদে রুবুবিয়াহ: অর্থাৎ আল্লাহর যাবতীয় কর্মে তাঁকে এক হিসেবে স্বীকৃতি দায়ো। যমেন- সৃষ্টি করা, মালকানা (সার্বভৌমত্ব), নয়ন্ত্রণ করা, রযিকি দায়ো, জীবন দায়ো, মৃত্যু দায়ো, বৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি। সুতরাং আল্লাহকে সবকছির রব, মালকি, সৃষ্টিকর্তা ও রযিকিদাতা হিসেবে স্বীকৃতি না দলি; জীবন ও মৃত্যুদাতা, উপকার ও ক্ষতকারী, দুআ কবুলকারী, সবকছির নয়ন্ত্রণকারী, সকল কল্যাণের অধিপতি, স্ব-ইচ্ছা বাস্তবায়নে ক্ষমতাবান হিসেবে বশ্বাস না করলে একত্ববাদে ঈমান পরপূর্ণ হব না। এর মধ্যে তাকদীর তথা ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এ ঈমানও অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকারে তাওহদে ক্ষত্রে মক্ষার কাফরেগণ আপত্তি করেনি; যাদরে কাছেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরেরতি হয়ছিলে। বরং তারা সামষ্টিকি বচিরে তাওহদে রুবুবিয়াতে স্বীকৃতি দতি। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আপনি যদি তাদরেকে জিজ্ঞাসা করনে কনভে মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করছেনে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ।”[সূরা যুখরুফ, আয়াত: ০৯] তারা স্বীকার করত যে, আল্লাহই সবকছির নয়ন্ত্রণকারী। তাঁর হাতে রয়েছে আসমান ও জমনিরে রাজত্ব। এর থেকে জানা গেলে যে, আল্লাহর রুবুবিয়াতেরে এতটুকু স্বীকৃতি ইসলাম গ্রহণেরে জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এ ঈমান অন্য যে ঈমানকে আবশ্যিক করে সে অংশেরে উপরও ঈমান আনতে হবে। সটো হচ্ছ উলুহুবিয়াত তথা উপাসনাতেরে আল্লাহর এককত্বেরে প্রতি ঈমান। এ তাওহদি অর্থাৎ তাওহদে রুবুবিয়াকে বনি আদমেরে মধ্যে উল্লেখযোগ্য কটে অস্বীকার করছে বলে জানা যায় না। এ কথা কটে বলনে যে, এ মহাবশ্বেরে সমমর্যাদার অধিকারী একাধিকি স্রষ্টি রয়েছে। তাই রুবুবিয়াকে কটে অস্বীকার করেনি। শুধু অহংকার ও হঠকারতি বশতঃ ফরোউনেরে পক্ষ থেকে এ ধরনের অস্বীকৃতি প্রকাশ পয়েছে। বরং সে দাবী করছিলে সেই রব্ব। আল্লাহ তাআলা তার কথাটি উদ্ভূত করে বলনে: “এবং বললঃ আমিহি তমোদরে সর্বোচ্চ ক্ষমতাদর রব্ব।”[সূরা নাযআত, আয়াত: ২৪] “আমি জানি না যে, আমি ব্য়তীত তমোদরে কনে উপাস্য আছে।”[সূরা কাসাস, আয়াত: ৩৮] এটি ছিল তার দাম্ভিকতা। কারণ সে জানত সে রব্ব নয়। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেনে: “তারা অন্যায় ও ঔদ্ধত্যভরে নদির্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল যদিও তাদরে অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বশ্বাস করছিলি।”[সূরা নামল, আয়াত: ১৪] আল্লাহ তাআলা মূসার বতিরকরে



উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: “তুমি জান যে, আসমান ও যমীনের রব্ব ছাড়া অন্য কউে এসব নদির্শনাবলী নাযলি করনেনি।” [সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ১০২] তাই স঑ে মনে মনে স্বীকার করত য঑ে, রব্ব হচ্ছনে- আল্লাহ তাআলা। রুবুবয়্যিহাকে শরিকরে মাধ্যমে অস্বীকার করে- মাজুস বা অগ্নি উপাসকরো। তারা বলে, ঑ মহাবশ্বিরে স্রষ্টি দুইজন: অন্ধকার ও আলো। তবে ঑ বশ্বিাস সত্বেও তারা ঑ দুই স্রষ্টিকে সমান মর্যাদা দয়েনি। তারা বলেছে: আলো আঁধাররে চয়ে উত্তম। কারণ আলো কল্যাণরে স্রষ্টি। আর আঁধার অকল্যাণরে স্রষ্টি। য঑ে কল্যাণ সৃষ্টি করে স঑ে অকল্যাণ সৃষ্টিকারীর চয়ে উত্তম। অন্ধকার হচ্ছ- অনস্বেতিব, অনুজ্জ্বল। আলো হচ্ছ- অস্বেতিবশীল ও উজ্জ্বল। তাই আলোর সত্বে অধিক পরপূর্ণ। মুশরকিদরে রুবুবয়্যিতে বশ্বিাস করার অর্থ ঑ই নয় য঑ে, তাদের স঑ে বশ্বিাস পরপূর্ণ ছিল। বরং তারা মটরে উপর রুবুবয়্যিতে বশ্বিাসী ছিল। যমেনটি ইতপূর্বে উল্লেখিত আয়াতগুলতে আমরা দেখেছি। কনিতু তারা ঑মন কিছু বিষয়ে লপ্ত হতে যগেলো রুবুবয়্যিতে বশ্বিাসকে ত্রুটিপূর্ণ করে দয়ে। যমেন- বৃষ্টি বর্ষণকে নক্শত্রে সথে সম্পৃক্ত করা; গণক ও যাদুকররো গায়বে জানে বলে বশ্বিাস করা; ইত্যাদি। কনিতু উল্লেখিতরে শরিকরে তুলনায় তাদের রুবুবয়্যিতে শরিক ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে মৃত্যু অবধি আমাদেরকে তাঁর দ্বীনরে উপর অবচিল রাখনে। আল্লাহই ভাল জাননে। দেখুন: তাইসীরুল আযযিলি হামদি, পৃষ্ঠা-৩৩, আল-কাওলুল মুফদি (১/১৪)।